প্রাক স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা (১৯৬৬ - ১৯৭৫) : একটি মূল্যায়ন।

সারাংশ

আমার গবেষণা পত্রটি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। যথা-

১) ভূমিকা।

২) বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনকে কিভাবে ব্যবহার করেছিলেন সেটি দ্বিতীয় অধ্যায়ে পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে যে ভাষা আন্দোলন দেখা দিয়েছিল সেই আন্দোলনকে বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালে ভাষা ভিত্তিক যে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

৩) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমান কিভাবে বাঙালিদের মুক্তি আন্দোলনে আকৃষ্ট করেছিলেন তৃতীয় অধ্যায়ে সেটি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু আর্থ-সামাজিক বঞ্চনাকে একটি তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান হিসেবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৪) পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর রাজনৈতিক বঞ্চনা কিভাবে মুক্তি যুদ্ধের সূচনা করেছিল চতুর্থ অধ্যায়ে তার পর্যালোচনা করে লক্ষ্য করা গেছে যে, ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল তার প্রেক্ষাপট রচনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বঞ্চনাকে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

৫) স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর শাসন ব্যবস্থা ও শাসনতন্ত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা কতটা পূরণ করতে পেরেছিল পঞ্চম অধ্যায়ে সেটি বিশ্লেষণ করে লক্ষ্য করা গেছে যে, এই সমস্ত ক্ষেত্রে শেখ সাহেব সার্বিকভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

৬) মুজিবুর রহমানের বাকশাল ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দল, আমলাতন্ত্র, সেনাবাহিনী ও প্যারা-মিলিটারীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, ব্যাক্তি স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র ও গনতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর অভিপ্রায় কেমন ছিলো ষষ্ঠ অধ্যায়ে তার পর্যালোচনা করে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, পূর্বে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মানুষের সার্বিক মুক্তির উদ্দেশ্যে এগুলি সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমান গ্রহণযোগ্য গঠনমূলক কোনো ভূমিকা গ্রহণ করতে সার্বিকভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

৭) উপসংহার।